২৭/৬/২০০০

ভোরের কাগজ

পত্রিকা ... পৃ: ৭ ... কলাম ... ৬

নকলবাজদের শিক্ষক লাঞ্ছনার এতো সাহসের উৎস কি?

গঞ্জ প্রতিবেদক : সারাদেশে এইচএসসির ইংরেজি দ্বিতীয়
ত্রের পরীক্ষার দিন শতাধিক শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ায় শিক্ষা
শ্লিষ্ট মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। নীলফামারীতে একজন
ভাষিকাকে বিবস্ত্র করার ঘটনা শুনে সাধারণ নাগরিকরাও
কণ্ঠিত। বোর্ডগুলো যখন নকল ঠেকাতে আরো বেশি তৎপর
খন এই ঘটনা অনেককেই হতাশ করে দিয়েছে। বোর্ড
র্মকর্তারাও, শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট ও পরিদর্শকদের নিরাপত্তা নিয়ে
দ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিচ্ছিন্নভাবে আগে শিক্ষকদের ওপর আক্রমণ হলেও এখন
টা নিয়মে পরিণত হয়েছে। শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রেই নয় বাড়ি
ফরার পথেও শিক্ষকরা এখন আর নিরাপদ নয়। শুধু মারধরই
য় তাদেরকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা মনে
রেন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এইসব সহিংসতা ও আক্রমণের
ছনে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক মদদ রয়েছে।

এদিকে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম দুদিনেই প্রায় ১৭ হাজা
পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হওয়ায় ক্লাসের পড়াশোনা নিয়ে নতুন ক
বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইংরেজি দুই পত্রে এই বিপুল সংখ্যা
ছাত্রছাত্রী বহিষ্কার হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর সবগুলো পরীক্ষ
মিলিয়ে সারাদেশে বহিষ্কার হয়েছিল ৩২ হাজার।

শিক্ষকরা এখন নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের এক নম্বর টার্গেট
যেখানেই নকলে বাধা দেওয়া হচ্ছে সেখানেই শারীরি
আক্রমণের শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা। সারাদেশে এবার থে
কলেজ বদল করে পরীক্ষা গ্রহণের নতুন নিয়ম কার্যকর করা
আক্রমণের মাত্রাও গেছে বেড়ে।

পাশাপাশি নকল ঠেকাতে শিক্ষকরা ঝুঁকিও নিচ্ছেন আগে
চেয়ে বেশি। দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের এই সাহ
পদক্ষেপেরও প্রশংসা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে শিক্ষকরা এভা

। ৭

নকলবাজদের শিক্ষক লাঞ্ছ

প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব পালন করে যান
ব অচিরেই নকলবাজরা দমে যাবে।
ক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য
ক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল রোববার
াসন ও পুলিশ বিভাগকে বিশেষভাবে
রোধ জানানো হয়েছে। কলেজ শিক্ষক
তি আহত শিক্ষকদের সুচিকিৎসা,
র্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান ও যথোপযুক্ত
াপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

ঢাকা বোর্ডে সদ্য যোগদান করা
ারম্যান আলী আসগর শিক্ষকদের ওপর
ক্রমণের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে
েছেন, 'সত্যি আমরা ব্যর্থ হয়েছি।
তা উদ্যোগের পরও বলতে হচ্ছে আমরা
ছি না।'

তিনি বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত
হয়েছে। বিডিআর মোতায়েনের
মতি ছিল। ডিসিরা আগে থেকেই
র হলে কয়েকটি স্থানে গোলযোগ,
ংসতা ঠেকানো যেতো।

ঢাকা বোর্ডে নরসিংদী, শরিয়তপুর,
গঞ্জ এবং কাপাসিয়ায় ব্যাপক সংঘর্ষ
বোর্ড চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আমরা
সতাপূর্ণ কেন্দ্রগুলো বাতিল করতে
ক। ডিসিদেরও এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে
য়া হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের
রম্যান অধ্যাপক মোঃ নুরুল ইসলাম
েছেন, 'নকলবাজদের ঠেকিয়ে দেওয়ায়
মরিয়া হয়ে যায়। এজন্যই এই
মণ। আমরা নিজেরাও এ নিয়ে চিন্তি
শিক্ষকদের নিরাপত্তা দিতে প্রশাসনকে
আরো বেশি তৎপর হতে হবে।'

ইংরেজি পরীক্ষার দিন
বোর্ডের অধীন জয়পুরহাট,
সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা,
নীলফামারী জেলায় শিক্ষকদে
হামলা হয় বেশি। বোর্ড বগুড়ার
জয়পুরহাটের একটি কেন্দ্র বাতিল

এদিকে গত শনিবারের বিভি
ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখ
পরীক্ষার্থীদের কলেজ বদল কর
গ্রহণের নিয়মটি কার্যকর করায় শি
ওপর আক্রমণ আগের চেয়ে বেশি
বাইরের কলেজের ছাত্ররা যখন নক
পাচ্ছে তখনই পরীক্ষা কেন্দ্রের শি
ওপর চড়াও হচ্ছে। আবার এ
পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রে পৌঁছে গেলে
প্রতিশোধ হিসেবে শিক্ষকদের
আক্রমণ করা হয়। কোথাও
পরীক্ষার্থীদের ওপরও হামলা হয়ে

এরকম ঘটনা ঘটেছে সি
জেলার রায়গঞ্জ থানার তিনটি
শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজে
কেন্দ্রে এবং ভোলার দুটি কেন্দ্রে।

ভোলার বাংলাবাজার ফাতেম
কলেজ কেন্দ্রের উত্তর জয়নগর
নকল করতে না দেওয়ায় দরজা
একজন শিক্ষককে ইট দিয়ে ক্ষ
করা হয়। ঘটনার জের ধরে
কলেজের ছাত্ররা ফাতেমা খানম ক
শিক্ষকদের ওপর চড়াও হয়।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক
সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক
শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায়
প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষকদের
না দিলে নকল প্রতিরোধ সম্ভব হ
তিনি বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষ
এখন নতুন করে চিন্তাভাবনার
এসেছে। এই পরীক্ষাগুলোকে জাতি
আরো সিরিয়াসলি নিতে হবে।

এবার পরীক্ষাকে ঘিরে সহি
আগাম আশঙ্কা করা হয়েছিল।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন থাকায়
এবার স্থানীয় রাজনৈতিক নেত
সহযোগিতা না পাওয়ায় বিভি
নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা সুযোগ পেয়ে

তবে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা
পরীক্ষায় কি করে সুযোগ পায় এ নি
উঠেছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন ক
নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের
পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেন
কর্তৃপক্ষ কখনো চাপে পড়ে,
কলেজের আয় বাড়াতে। আর
কারণেই যোগ্য নয় এমন বিপুল
পরীক্ষার্থী সুযোগ পায় চূড়ান্ত পরী